"শেখ হাসিনার মূলনীতি
গ্রাম শহরের উন্নতি"

খুলনা সিটি কর্পোরেশন
খুলনা

০৩/০৩/২০২২খ্রিঃ তারিখ বৃহস্পতিবার বেলা ১১-০০ ঘটিকায় খুলনা সিটি কর্পোরেশনের "শহীদ আলতাফ মিলনায়তনে" মাননীয় মেয়র **জনাব তালুকদার আব্দুল খালেক মহোদয়** এঁর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত খুলনা সিটি কর্পোরেশনের **১৫তম সাধারণ সভার** কার্যবিবরণীঃ

<u>সভায় উপস্থিত সম্মানিত কাউন্সিলরবৃন্দ (স্বাক্ষরের ক্রমানুসারে) :</u>

১. জনাব মোঃ সাইফুল ইসলাম
২. জনাব মোঃ কবির হোসেন কবু মোল্যা
৩. জনাব শেখ মোহাম্মাদ আলী
৪. জনাব শেখ শামসুদ্দিন আহম্মেদ
৫. জনাব মোঃ সুলতান মাহামুদ
৬. জনাব মোঃ ডালিম হাওলাদার
৭. জনাব এম ডি মাহফুজুর রহমান লিটন
৮. জনাব কাজী তালাত হোসেন
৯. জনাব মুনশী আঃ ওদুদ
১০. জনাব মোঃ মুনিরুজ্জামান
১১. জনাব এস.এম খুরশিদ আহম্মেদ
১২. জনাব শেখ মোসারাফ হোসেন
১৩. জনাব মোঃ আমিনুল ইসলাম (মুন্না)
১৪. জনাব মোঃ আনিছুর রহমান বিশ্বাস
১৫. জনাব শেখ হাফিজুর রহমান হাফিজ
১৬. জনাব মোঃ হাফিজুর রহমান
১৭. জনাব আশফাকুর রহমান (কাকন)
১৮. জনাব শেখ মোঃ গাউসুল আজম
১৯. জনাব মোঃ শামসুজ্জামান মিয়া স্বপন
২০. জনাব কাজী আবুল কালাম আজাদ বিকু
২১. জনাব আলহাজ্ব ইমাম হাসান চৌধুরী ময়না
২২. জনাব মোঃ গোলাম মাওলা শানু
২৩. জনাব মোঃ সাইফুল ইসলাম

<u>সভায় উপস্থিত সংরক্ষিত আসনের সম্মানিত কাউন্সিলরবৃন্দ (স্বাক্ষরের ক্রমানুসারে) :</u>

১. জনাব মনিরা আক্তার
২. জনাব সাহিদা বেগম
৩. জনাব রহিমা আক্তার হেনা
৪. জনাব পারভীন আক্তার
৫. জনাব এ্যাডঃ মেমরী সুফিয়া রহমান শুনু
৬. জনাব শেখ আমেনা হালিম বেবী
৭. জনাব মাহমুদা বেগম
৮. জনাব কনিকা সাহা
৯. জনাব মাজেদা খাতুন
১০. মিসেস রেকসনা কালাম লিলি

সভায় উপস্থিত সরকারি কর্মকর্তাবৃন্দঃ

১. মেট্রোপলিটন পুলিশ কমিশনার, খুলনা।
২. জেলা প্রশাসক, খুলনা।
৩. মহাব্যবস্থাপক, বাংলাদেশ টেলিকমিউনিকেশন কোং লিঃ, খুলনা।
৪. তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, গণপূর্ত অধিদপ্তর, খুলনা এর পক্ষে।
৫. তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর, খুলনা।
৬. তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, খুলনা।
৭. ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ওজোপাডিকো লিঃ, খুলনা।
৮. ব্যবস্থাপনা পরিচালক, খুলনা ওয়াসা, খুলনা এর পক্ষে।
৯. নির্বাহী পরিচালক, জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষ, খুলনা এর প্রতিনিধি।
১০. প্রতিনিধি, ফায়ার সার্ভিস এন্ড সিভিল ডিফেন্স, খুলনা।
১১. প্রতিনিধি, বাংলাদেশ রেলওয়ে, খুলনা।
১২. প্রতিনিধি, র‍্যাপিড এ্যাকশন ব্যাটারিয়ান (র‍্যাব)-৬, খুলনা।

সভার শুরুতে জনাব লস্কার তাজুল ইসলাম, প্রধান নিবার্হী কর্মকর্তা (যুগ্মসচিব) কেসিসি, উপস্থিত মাননীয় মেয়র মহোদয়, সম্মানিত কাউন্সিলরবৃন্দ, সরকারি বিভিন্ন দপ্তরের প্রতিনিধিবৃন্দ, কেসিসি'র কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দকে সালাম ও শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করেন। অত:পর মাননীয় মেয়র মহোদয়ের নির্দেশনায় তিনি সর্ব প্রথমে পবিত্র কোরআন হতে তেলাওয়াত করার জন্য ক্বারী মোঃ রফিকুল ইসলামকে অনুরোধ জানালে তিনি পবিত্র কোরআন থেকে তেলাওয়াত করেন। এ পর্যায়ে তিনি ১৫তম সাধারণ সভার কার্যক্রম শুরু করেন।

আলোচ্যসূচি	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন
১। গত ০৩/০১/২০২২খ্রিঃ তারিখ অনুষ্ঠিত ১৪তম সাধারণ সভার কার্যবিবরণী পঠন ও নিশ্চিতকরণ।	**জনাব লস্কার তাজুল ইসলাম, প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (যুগ্মসচিব)** কেসিসি বলেন, উপস্থিত সকলের সামনে ০৩/০১/২০২২খ্রিঃ তারিখ অনুষ্ঠিত ১৪তম সাধারণ সভার কার্যবিবরণী দেয়া হয়েছে। উক্ত কার্যবিবরণীতে কারো কোন বক্তব্য অথবা কোন বিষয়ে সংশোধন, সংযোজন বা বিয়োজন থাকলে তা উত্থাপন করার জন্য তিনি অনুরোধ জানান। **জনাব শেখ হাফিজুর রহমান হাফিজ, সম্মানিত কাউন্সিলর, ওয়ার্ড নং-১৭,** কেসিসি বলেন, ১৪তম সাধারণ সভার কার্যবিবরণীতে ৯ পৃষ্ঠায় সিদ্ধান্তে গ্যারেজ শাখাসহ অন্যান্য শাখায় চুক্তিভিত্তিক প্রয়োজনীয় জনবল নিয়োগ দেয়ার বিষয়ে প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, সচিব, প্রধান প্রকৌশলী, নির্বাহী প্রকৌশলী (যান্ত্রিক) ও প্রশাসনিক কর্মকর্তা বিভাগ অনুসারে জনবল স্বল্পতা নিরুপণ করে প্রস্তাব আগামি সভায় উপস্থাপন করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। সেটা কতদূর হয়েছে এবং অদ্য সভায় কনফার্ম হলে পরবর্তীতে লোক নেয়া হবে কিনা তিনি তা জানতে চান। **জনাব লস্কার তাজুল ইসলাম, প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (যুগ্মসচিব)** কেসিসি বলেন, একজন সহকারী নগর পরিকল্পনাবিদ, একজন সহকারী ইঞ্জিনিয়ার, একজন সহকারী আই.টি ম্যানেজার চুক্তিভিত্তিক এক বছরের জন্য নিয়োগ দেয়া হয়েছে। তাদের প্রত্যেকের বেতন ৩০,০০০/-(ত্রিশ হাজার) টাকা ধরা হয়েছে। এ বিষয়ে এখনো সব বাস্তবায়ন হয়নি। **মাননীয় মেয়র মহোদয়** বলেন, তিনজনকে চুক্তি ভিত্তিতে নিয়োগ দেয়া হয়েছে। আস্তে আস্তে আরো লোক নেয়া হবে। এ পর্যায়ে তিনিসহ উপস্থিত সকল সম্মানিত কাউন্সিলরবৃন্দ ১৪তম সাধারণ সভার কার্যবিবরণী অনুমোদনে একমত পোষণ করেন।	বিস্তারিত আলোচনান্তে সর্বসম্মতিক্রমে গত ০৩/০১/২০২২খ্রিঃ তারিখ অনুষ্ঠিত ১৪তম সাধারণ সভার কার্যবিবরণী নিশ্চিত করা হয়।	প্রশাসনিক শাখা

আলোচ্যসূচি	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন
২। (ক) জনাব এ্যাড. গোলাম মোস্তফা ফারাজি, সাবেক আওয়ামীলীগ নেতা (খ) জনাব এ.টি.এম হাসানুজ্জামান, সাবেক আওয়ামীলীগ কর্মী (গ) জনাব মোঃ মনিরুজ্জামান সাগর, মহানগর আওয়ামীলীগের সদস্য (ঘ) জনাব এস,এম সরোয়ার হোসেন, (ব্যবসায়ী) (ঙ) জনাব এস,এম মতিউর রহমান (নাট্য পরিচালক) (চ) জনাব সুরাইয়া সুলতানা, খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর শেখ মোঃ রাজিকুল ইসলাম এর সহধর্মিনী (ছ) জনাব মোঃ একরামুল হক, আওয়ামীলীগ নেতা ফয়েজুল ইসলাম টিটোর পিতা (জ) জনাব গোলেজান বেগম, আওয়ামীলীগ নেতা মোঃ মনিরুল ইসলামের মাতা এবং (ঝ) জনাব সৈয়দ তারেকুল আলম, সাপ্তাহিক খুলনার বানী পত্রিকার সম্পাদক এর মৃত্যুতে শোক প্রস্তাব গ্রহণ।	**মাননীয় মেয়র মহোদয়** (ক) জনাব এ্যাড. গোলাম মোস্তফা ফারাজি, সাবেক আওয়ামীলীগ নেতা (খ) জনাব এ.টি.এম হাসানুজ্জামান, সাবেক আওয়ামীলীগ কর্মী (গ) জনাব মোঃ মনিরুজ্জামান সাগর, মহানগর আওয়ামীলীগের সদস্য (ঘ) জনাব এস,এম সরোয়ার হোসেন, (ব্যবসায়ী) (ঙ) জনাব এস,এম মতিউর রহমান (নাট্য পরিচালক) (চ) জনাব সুরাইয়া সুলতানা, খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর শেখ মোঃ রাজিকুল ইসলাম এর সহধর্মিনী (ছ) জনাব মোঃ একরামুল হক, আওয়ামীলীগ নেতা ফয়েজুল ইসলাম টিটোর পিতা (জ) জনাব গোলেজান বেগম, আওয়ামীলীগ নেতা মোঃ মনিরুল ইসলামের মাতা এবং (ঝ) জনাব সৈয়দ তারেকুল আলম, সাপ্তাহিক খুলনার বানী পত্রিকার সম্পাদক এর মৃত্যুতে শোক প্রস্তাব গ্রহণের অভিমত ব্যক্ত করেন। এছাড়া উপস্থিত সম্মানিত কাউন্সিলরবৃন্দও শোক প্রস্তাব গ্রহণে একমত পোষণ করেন।	বিস্তারিত আলোচনান্তে সর্বসম্মতিক্রমে (ক) জনাব এ্যাড. গোলাম মোস্তফা ফারাজি, সাবেক আওয়ামীলীগ নেতা (খ) জনাব এ.টি.এম হাসানুজ্জামান, সাবেক আওয়ামীলীগ কর্মী (গ) জনাব মোঃ মনিরুজ্জামান সাগর, মহানগর আওয়ামীলীগের সদস্য (ঘ) জনাব এস,এম সরোয়ার হোসেন, (ব্যবসায়ী) (ঙ) জনাব এস,এম মতিউর রহমান (নাট্য পরিচালক) (চ) জনাব সুরাইয়া সুলতানা, খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর শেখ মোঃ রাজিকুল ইসলাম এর সহধর্মিনী (ছ) জনাব মোঃ একরামুল হক, আওয়ামীলীগ নেতা ফয়েজুল ইসলাম টিটোর পিতা (জ) জনাব গোলেজান বেগম, আওয়ামীলীগ নেতা মোঃ মনিরুল ইসলামের মাতা এবং (ঝ) জনাব সৈয়দ তারেকুল আলম, সাপ্তাহিক খুলনার বানী পত্রিকার সম্পাদক এর মৃত্যুতে শোক প্রস্তাব গ্রহণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	

আলোচ্যসূচি	আলোচনা
৩। পবিত্র রমজান উপলক্ষ্যে টিসিবি'র উপকারভোগী বাছাই ও পণ্য বিক্রয় কার্যক্রম পরিচালনা সংক্রান্ত আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ।	**জনাব লস্কার তাজুল ইসলাম, প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা** পবিত্র রমজান উপলক্ষ্যে টিসিবি'র উপকারভোগী বাছাই ও পণ্য বিক্রয় কার্যক্রম পরিচালনা সংক্রান্ত বিষয়টি সভায় উপস্থাপন করেন। পবিত্র রমজান উপলক্ষ্যে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় থেকে জেলা প্রশাসক মহোদয়ের মাধ্যমে উপকারভোগী বাছাই এবং টিসিবি'র পণ্য বিক্রির জন্য কার্ড বিতরণ করার নির্দেশনা এসেছে। এ বিষয়ে বক্তব্য রাখার জন্য তিনি মেয়র মহোদয়কে অনুরোধ জানান। **মাননীয় মেয়র মহোদয়** বলেন, আগামী রমজান উপলক্ষ্যে কার্ড বিতরণের মাধ্যমে টিসিবি'র মাল বিক্রি করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। সেই অনুযায়ী খুলনা সিটি কর্পোরেশন এলাকায় বিতরণের জন্য মোট ৬৫,০০০ কার্ড পাওয়া গেছে। এ কার্ডগুলো ওয়ার্ড ভিত্তিক বিভাজন হবে। খুলনায় অল্প সময়ের মধ্যে এ কাজ সম্পন্ন করতে হবে। ইতোপূর্বে করোনাকালীন সময়ে ২,৫০০/-টাকা করে দেয়ার জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী মহোদয়ের সহায়তা বাবদ ২০,৮০২ তালিকা দেয়া হয়েছিল। পূর্বের ঐ তালিকা বহাল থাকবে এবং ঐ তালিকার বাইরে আরো অতিরিক্ত ৬৫,০০০ কার্ড দেয়া হবে। জনগণের মাঝে বিতরণের জন্য ৪১জন সম্মানিত কাউন্সিলর সকলেই এই কার্ড পাবে। তবে সম্মানিত কাউন্সিলর এবং ওয়ার্ড আওয়ামীলীগ সভাপতি/সেক্রেটারী সমন্বয় করে তালিকা করতে হবে, যাতে ডাবল নাম না হয়। ওয়ার্ডে কার্ড দেয়ার জন্য যেভাবে ভাগ করা হয়েছে তা নোট লিখে নেয়ার জন্য তিনি সম্মানিত কাউন্সিলরদেরকে অনুরোধ করেন। প্রতিটি সাধারণ ওয়ার্ডে ১০০০ করে কার্ড পাবে এবং সংরক্ষিত আসনে তিন ওয়ার্ড মিলে ১০০০ পাবে। সেই হিসাবে ৪১জন সম্মানিত কাউন্সিলর ৪১,০০০ কার্ড পাবে। এর মধ্যে প্রতি সম্মানিত কাউন্সিলর তার ওয়ার্ডে ৫০০ তালিকা করবে এবং ওয়ার্ড আওয়ামীলীগ এর সভাপতি/সাধারণ সম্পাদক ৫০০ করবে। এছাড়া সাধারণ ওয়ার্ডের সম্মানিত কাউন্সিলরগণ প্রত্যেককে আরো ৫০০ করে কার্ড পাবে এবং সংরক্ষিত আসনের কাউন্সিলরগণের প্রত্যেককে আরো ৫০০ করে দেয়া হবে। সার্বিক বিবেচনায় দেখা যায় প্রতি সাধারণ ওয়ার্ড কাউন্সিলর ১,০০০ এর তালিকা করবে এবং ওয়ার্ড আওয়ামীলীগ এর সভাপতি/সাধারণ সম্পাদক ৫০০ তালিকা করবে। সংরক্ষিত আসনের কাউন্সিলর প্রতি ওয়ার্ডে ৫০০ করে তিন ওয়ার্ডে মোট ১৫০০ তালিকা করবে। এছাড়া যে সব ওয়ার্ডগুলো বড় এবং জনসংখ্যা বেশি সেখানে অর্থাৎ ৯নং ওয়ার্ডে ৫০০, ১০নং ওয়ার্ডে ২৫০, ১৪নং ওয়ার্ডে ২৫০, ১৭নং ওয়ার্ডে ৫০০, ২৪নং ওয়ার্ডে ৫০০, ২৭নং ওয়ার্ডে ৫০০, ৩০নং ওয়ার্ডে ৫০০ এবং ৩১নং ওয়ার্ডে ৫০০। অতিরিক্ত বরাদ্দকৃত সাধারণ ওয়ার্ডগুলোর তালিকা সাধারণ ওয়ার্ড কাউন্সিলরগণ করবে মর্মে তিনি অভিমত ব্যক্ত করেন।

আলোচনা
জনাব এ্যাডঃ মেমরী সুফিয়া রহমান শুনু, মেয়র প্যানেলের সদস্য ও সম্মানিত কাউন্সিলর, সংরক্ষিত আসন নং-৫, কেসিসি বলেন, করোনাকালীন সময়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সহায়তা বাবদ ২,৫০০/-টাকা করে দেয়ার তালিকার কিছু সংখ্যক লোক টাকা পায় নাই। তিনি এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়ার অনুরোধ জানান। এছাড়া ইতোপূর্বে ২০,৮০২ জনের ঐ টাকা দেয়ার তালিকা ৪১জন সম্মানিত কাউন্সিলরদের কাছে নাই। তিনি আরো বলেন, তার আসনে ১৪নং ওয়ার্ডে রায়ের মহল এলাকায় হিন্দু জনগোষ্ঠী বেশি এবং তারা দরিদ্র সীমার নিচে বসবাস করে। তাই রায়েরমহল বাজারে তাদের জন্য ওএমএস চাল বিক্রির জন্য একটা ট্রাক এর ব্যবস্থা করার অনুরোধ জানান। **জনাব আশফাকুর রহমান (কাকন), সম্মানিত কাউন্সিলর, ওয়ার্ড নং-১৯,** প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তার দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেন, যে কমিটির কথা স্পষ্ট বলা হয়েছে সেই কমিটি ২৫০০ টাকা করে ২০৮০২ জনের টাকা সমন্বয় করবে না কি কাউন্সিলরদের সমন্বয় করতে হবে তা তিনি জানতে চান। **জনাব লস্কার তাজুল ইসলাম, প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা** কেসিসি বলেন, সম্মানিত কাউন্সিলর ওয়ার্ডে ট্যাগ কমিটির আহবায়ক। এই কমিটির জন্য যাদের মনোনয়ন দরকার, তাদের কাছে মনোনীত নাম চাইতে হবে। প্রত্যেকবার যখন মাল নিবে তখন মাল বিতরণ শেষে একটা প্রত্যয়ন পত্র দিতে হবে। কেসিসি'র মাননীয় মেয়র মহোদয়ের মনোনীত এস্টেট অফিসার অথবা প্রধান রাজস্ব কর্মকর্তার স্বাক্ষরসহ অথরাইজড অফিসার অর্থাৎ এডিসি (জেনারেল) এর স্বাক্ষর হলেই পরের মাল আবার উত্তোলন করা যাবে। আর নির্ধারিত ধার্য্য তারিখে যারা অনুপস্থিত থাকবে তাদের তালিকা করতে হবে যাতে সহজে সমন্বয় করা যায়। এছাড়া ওয়ার্ডে আবেদন ফরম ও কার্ড দেয়া হবে। কার্ডের চেয়ে আবেদন কিছু বেশি ছাপানো হয়েছে বিধায় ওয়ার্ডে আবেদন ফরম কিছু বেশি দেয়া হবে। কেসিসি'র ছাপানো নির্ধারিত ফরম পূরণ করে দিলে কার্ড তৈরি করা হবে। তবে সবগুলো কার্ডে মেয়র মহোদয়ের স্বাক্ষর থাকবে। এ কার্ডগুলো মেয়র মহোদয় ছাপিয়ে তৈরি করে দিচ্ছেন বলে তিনি সভা-কে অবহিত করেন। **টিসিবি'র সিনিয়র কর্মকর্তা** বলেন, পরিকল্পিতভাবে টিসিবি'র মাল বিক্রি কার্যক্রমে কেসিসি'র পুরো সহযোগিতা পেয়েছি। টিসিবি'র মাল বিক্রি ১৫ মার্চ ২০২২ হতে ১৫ এপ্রিল ২০২২ পর্যন্ত চলবে। কার্ডের মাধ্যমে মাল বিক্রি পদ্ধতিতে সাধারণ মানুষ সহজে পণ্য পাবে। প্রথম দফায় ৩টি পণ্য বিক্রি হবে চিনি, সয়াবিল তেল ও মসুরির ডাল। সব মাল দুই কেজি করে প্যাকেটজাত করা থাকবে। প্রতি কেজি চিনি ৫৫/-টাকা, সয়াবিন তেল ১১০/-টাকা এবং মসুরের ডাল ৮০/-টাকা দরে বিক্রি করা হবে। রোজার সময় বাড়তি পণ্য হিসেবে ছোলা প্রতি কেজি ৫০/-টাকা, আর খেজুর যদি দেয় তবে প্রতি কেজি ৮০/-টাকা দরে বিক্রি করা হবে। **এডিসি (রেভিনিউ), খুলনা** বলেন, মহানগরী খুলনায় ১,৮৯,০০০ মানুষ টিসিবি'র মাল কেনা সুবিধা পাবে। প্রথম পর্যায়ে নির্ধারিত সময়ে স্বল্প মূল্যে ১৫/০৩/২২ তারিখ হতে ২৬/০৩/২২ তারিখ পর্যন্ত দ্বিতীয় পর্যায়ে ২৭/০৩/২২ থেকে ১৫/০৪/২২ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত মাল দেয়া হবে। অত্যন্ত সুন্দর ব্যবস্থাপনায় ফ্যামিলি কার্ড ও প্যাকেট সিসটেমে মাল বিক্রি হবে। খাদ্য নিরাপত্তা, সারাক্ষণ তদারকিসহ প্যাকেটজাত ব্যবস্থায় যাতে এক গ্রামও খাদ্য কম না পড়ে সেদিকে খেয়াল রাখা হবে। মেয়র মহোদয়ের সাথে পরামর্শ সাপেক্ষে খুলনা সিএসডি গোডাউনে প্যাকেট করা হচ্ছে। প্যাকেট জাত করার সময় সিটি কর্পোরেশনের একজন কর্মকর্তা, জেলা প্রশাসনের কর্মকর্তা, খাদ্য কর্মকর্তা, লোকাল সম্মানিত কাউন্সিলর এবং টিসিবি'র এক্সিকিউটিভ উপস্থিত থাকবেন। আর কেসিসি'র সাথে আলাপ সাপেক্ষে সিটি কর্পোরেশন ও জেলা প্রশাসন মিলে ক্যালেন্ডার তৈরি করা হবে। একশ এর উপরে ডিলার আছে। কখন, কাদের ও কোথায় এ ক্যালেন্ডার দিতে হবে সেইভাবে তালিকা তৈরি করতে হবে। আগে খুলনা সিটি কর্পোরেশনের ২০৮০২টি তালিকায় এনআইডি ও মোবাইল নম্বর এবং সিটি কর্পোরেশন লেখা আছে, কিন্তু ওয়ার্ড নং উল্লেখ নেই মর্মে তিনি সভাকে অবহিত করেন।

আলোচনা
মাননীয় মেয়র মহোদয় বলেন, ইতোপূর্বে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সহায়তা বাবদ দেয়া ২০৮০২ জনের তালিকার কোন পরিবর্তন হবে না। কাজের স্বার্থে ডিসি অফিস থেকে ঐ তালিকা সংগ্রহ করে দেয়া হবে। করোনাকালীন সময়ে ওয়ার্ডের মানুষের মধ্যে যাচাই-বাছাই করে ৫০,০০০ তালিকা দেয়া হয়। তার মধ্যে বাছাই করে কেসিসি থেকে ৪৭,০০০ এর তালিকা ডাউন লোড করে পাঠানো হয়। সরকারের বাণিজ্য মন্ত্রণালয় সেটা আবার যাচাই বাছাই করে ২০৮০২ জনকে ২,৫০০/-টাকা করে সহায়তা দিয়েছে। এজন্য তালিকার সবাই টাকা পায় নাই। আজই ৪১জন সম্মানিত কাউন্সিলরকে ১০০পিস করে কম্বল দেয়া হবে। দুই দিনের মধ্যে তা বিতরণ করতে হবে এবং তার মাস্টাররোল জমা দিতে হবে। সংরক্ষিত আসনের সম্মানিত কাউন্সিলরবৃন্দ তিন ওয়ার্ড মিলে ১০০ কম্বল বিতরণ করবে। ২৮নং ওয়ার্ডের সম্মানিত কাউন্সিলর জনাব আজমল আহমেদ তপন এর ওপেন হার্ট সার্জারী হবে এবং ১নং ওয়ার্ডের সম্মানিত কাউন্সিলর এক্সিডেন্ট করেছে। তিনি তাদের জন্য দোয়া করার নির্দেশনা প্রদান করেন। তাছাড়া তিনি ২৮নং ওয়ার্ডের দায়িত্ব আপাতত: ৯নং সংরক্ষিত আসনের কাউন্সিলর জনাব মাজেদা খাতুনকে দেয়ার অভিমত ব্যক্ত করেন। তিনি আরো বলেন, ওয়ার্ডে ট্যাগ কমিটিতে আছে আহবায়ক হিসেবে সম্মানিত কাউন্সিলর, পুলিশ কমিশনার কর্তৃক মনোনীত সাব-ইন্সপেক্টর, কেসিসি'র স্যানিটারি ইন্সপেক্টর, সহকারী সমাজ কল্যাণ কর্মকর্তা এবং ওয়ার্ড সচিব। ওয়ার্ড সচিব ২০৮০২ জনের দেয়া অর্থের সমন্বয় করবে। সমাজ কল্যাণ অফিসে বলে দিতে হবে কমিটির জন্য ৩১টি ওয়ার্ডে ৩১জন সহকারী সমাজ কল্যাণ কর্মকর্তার নাম দিতে হবে। তারা যদি ঐ পরিমাণ কর্মকর্তা দিতে না পারে তবে পাশাপাশি ২/৩টি ওয়ার্ড মিলে একজন কর্মকর্তা দিবে।

<table>
<tr><th>সিদ্ধান্ত</th><th>বাস্তবায়ন</th></tr>
<tr><td>
বিস্তারিত আলোচনান্তে সর্বসম্মতিক্রমে পবিত্র রমজান উপলক্ষ্যে টিসিবি'র উপকারভোগী বাছাই ও পণ্য বিক্রয় কার্যক্রম পরিচালনা সংক্রান্তে নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়:

(১) খুলনা মহানগরী এলাকায় ইতোপূর্বে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সহায়তা দেয়া বাবদ ২০,৮০২ এর তালিকা অপরিবর্তীত রেখে ঐ তালিকার বাইরে আরও অতিরিক্ত ৬৫০০০ কার্ড গরীব ও দু:স্থদের মাঝে বিতরণের মাধ্যমে টিসিবি'র পণ্য বিক্রির সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

(২) সম্মানিত সাধারণ ওয়ার্ড কাউন্সিলরগণ প্রত্যেককে তার ওয়ার্ডে ১০০০ কার্ডের তালিকা, সংরক্ষিত আসনের সম্মানিত কাউন্সিলরগণ প্রত্যেকে তিন ওয়ার্ড মিলে ১৫০০ কার্ডের তালিকা করবে এবং ওয়ার্ড আওয়ামীলীগ সভাপতি/সেক্রেটারী ৫০০ কার্ডের তালিকা করবে মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। তবে যাতে একই নাম ডাবল না হয় সেজন্য সম্মানিত কাউন্সিলর ও ওয়ার্ড আওয়ামীলীগ সভাপতি/সেক্রেটারী সমন্বয় করে উক্ত তালিকা করবে মর্মেও সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

(৩) যে সব ওয়ার্ডগুলো বড় ও জনসংখ্যা বেশি সেই সব ওয়ার্ডে নিম্নরূপ হারে আরো অতিরিক্ত কার্ড সাধারণ ওয়ার্ডের সম্মানিত কাউন্সিলরের মাধ্যমে বিতরনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।
<table>
<tr><th>ক্র:নং</th><th>ওয়ার্ড নং</th><th>অতিরিক্ত বরাদ্দ কার্ডের সংখ্যা</th></tr>
<tr><td>(i)</td><td>৯নং ওয়ার্ডে</td><td>৫০০</td></tr>
<tr><td>(ii)</td><td>১০নং ওয়ার্ডে</td><td>২৫০</td></tr>
<tr><td>(iii)</td><td>১৪নং ওয়ার্ডে</td><td>২৫০</td></tr>
<tr><td>(iv)</td><td>১৭নং ওয়ার্ডে</td><td>৫০০</td></tr>
<tr><td>(v)</td><td>২৪নং ওয়ার্ডে</td><td>৫০০</td></tr>
<tr><td>(vi)</td><td>২৭নং ওয়ার্ডে</td><td>৫০০</td></tr>
<tr><td>(vii)</td><td>৩০নং ওয়ার্ডে</td><td>২৫০</td></tr>
<tr><td>(viii)</td><td>৩১নং ওয়ার্ডে</td><td>২৫০</td></tr>
</table>
(৪) প্রথম দফায় ১৫/০৩/২২খ্রিঃ তারিখ থেকে ২৬/০৩/২২খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত নির্ধারিত সময়ে স্বল্প মূল্যে প্রতি কেজি চিনি ৫৫/-টাকা দরে, সয়াবিন ১১০/-টাকা দরে এবং মসুরের ডাল ৮০/-টাকা দরে টিসিবি'র আমদানীকৃত পণ্য বিক্রি করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। দ্বিতীয় দফায় পবিত্র রমজান উপলক্ষ্যে ২৭/০৩/২২খ্রিঃ তারিখ থেকে ১৫/০৪/২২খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত উক্ত পণ্যের সাথে বাড়তি পণ্য হিসেবে প্রতি কেজি ছোলা ৫০/-টাকা দরে এবং প্রতি কেজি খেজুর (যদি দেয়) ৮০/-টাকা দরে বিক্রি করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।
</td><td>রাজস্ব বিভাগ</td></tr>
</table>

আলোচ্যসূচি	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন
৪। গত ১৪/০২/২০২২ খ্রিঃ তারিখ অনুষ্ঠিত ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক স্থায়ী কমিটির সুপারিশমালা প্রসঙ্গে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ।	জনাব লস্কার তাজুল ইসলাম, প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা গত ১৪/০২/২০২২ খ্রিঃ তারিখ অনুষ্ঠিত ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক স্থায়ী কমিটির সুপারিশমালা সভায় উপস্থাপন করেন এবং বলেন, শিশুদের মাঝে চিত্রাংকন, রচনা প্রতিযোগিতা, বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে মাল্যদান, আলোচনা সভা ও পুরস্কার বিতরণী ইত্যাদি কাজে সর্বমোট ব্যয় ধরা হয়েছে ২,৩৫,৩০০/-(দুইলক্ষ পয়ত্রিশ হাজার তিনশত) টাকা এবং সেই সঙ্গে উৎস কর ৮০০/-টাকা ও ভ্যাট বাবদ ১৯.০৭২/-টাকাসহ সর্বমোট ব্যয় হয়েছে ২,৫৫,১৭২/-(দুইলক্ষ পঞ্চান্ন হাজার একশত বায়াত্তর) টাকা। মাননীয় মেয়র মহোদয়সহ উপস্থিত সম্মানিত কাউন্সিলরগণ বর্ণিত ব্যয় অনুমোদনে একমত পোষণ করেন।	বিস্তারিত আলোচনান্তে সর্বসম্মতিক্রমে উৎস কর ও ভ্যাটসহ সর্বমোট ২,৫৫১৭২/-(দুইলক্ষ পঞ্চান্ন হাজার একশত বায়াত্তর) টাকা ব্যয় অনুমোদনসহ ক্রিড়া ও সাংস্কৃতিক স্থায়ী কমিটির ১৪/০২/২০২২খ্রিঃ তারিখের সভার সুপারিশমালা অনুমোদনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	হিসাব বিভাগ ও শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক শাখা
৫। মহানগর পুলিশ আইন ২০২০ খসড়া এর সাথে "সিটি কর্পোরেশন আইন" ২০০৯ এর কোন সাংঘর্ষিকতা আছে কিনা সে সম্পর্কে স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের জন্য কেসিসি কর্তৃক গঠিত কমিটির সুপারিশসমূহ অনুমোদন প্রসঙ্গে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ।	**জনাব লস্কার তাজুল ইসলাম, প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা** মহানগর পুলিশ আইন ২০২০ খসড়া এর সাথে "সিটি কর্পোরেশন আইন" ২০০৯ এর কোন সাংঘর্ষিকতা আছে কিনা সে সম্পর্কে স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের জন্য কেসিসি কর্তৃক গঠিত কমিটির সুপারিশসমূহ সভায় উপস্থাপন করেন। **জনাব এ্যাডঃ মেমরী সুফিয়া রহমান শুনু, মেয়র প্যানেলের সদস্য ও সম্মানিত কাউন্সিলর, সংরক্ষিত আসন নং-৫** বলেন, মহানগর পুলিশ আইন ২০২০ সম্পর্কে ডিসি অফিসের আইনের সাথে কিছু সাংঘর্ষিকতা আছে। সেটা তাদের বিষয় এবং তারা সেটা বুঝবে। সিটি কর্পোরেশন আইন-২০০৯ এর সাথে পুলিশ আইনের সাংঘর্ষিকতা আছে। যে ধারাগুলোর সাথে সাংঘর্ষিকতা আছে সেগুলো সংশোধনের জন্য যে সব প্রস্তাবনা আনায়ন করা হয়েছে তা অনুমোদনের জন্য তিনি অনুরোধ জানান। **মাননীয় মেয়র মহোদয়সহ** উপস্থিত সম্মানিত কাউন্সিলরবৃন্দ মহানগর পুলিশ আইন ২০২০ সম্পর্কে সিটি কর্পোরেশনের আইনের সাথে যেসব ধারার সাংঘর্ষিকতা আছে তার উপর খসড়া প্রস্তাব কার্যবিবরণীতে উল্লেখ করা হয়েছে উহা অনুমোদন করার জন্য তিনি একমত পোষণ করেন।	বিস্তারিত আলোচনান্তে সর্বসম্মতিক্রমে মহানগর পুলিশ আইন-২০২০ খসড়া এর সাথে "সিটি কর্পোরেশন আইন-২০০৯" এর যে সব ধারার সাংঘর্ষিকতা আছে, সেগুলো অর্থাৎ ধারা ১৮(খ), ২০, ২৪, ২৫, ২৬, ২৭, ২৮,৩২, ৪৪, ৬৬, ৬৭, ৬৮, ৭০, ৭২, ৮১, ১০২ ও ১১৪ এর প্রস্তাবসমূহ বা সুপারিশসমূহ অনুমোদন এবং স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়ে তা প্রেরণ করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	প্রশাসনিক শাখা

আলোচ্যসূচি	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন
৬। খালিশপুর ওয়ান্ডার ল্যান্ড শিশু পার্কের ইজারার মেয়াদ নবায়ন ও সম্মাদিত চুক্তিপত্র অনুমোদন প্রসঙ্গে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ।	**জনাব লস্কার তাজুল ইসলাম,** প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (যুগ্মসচিব) খালিশপুর ওয়ান্ডার ল্যান্ড শিশু পার্কের ইজারার মেয়াদ নবায়ন ও সম্মাদিত চুক্তিপত্র অনুমোদনের বিষয়টি সভায় উপস্থাপন করেন। তিনি ওয়ান্ডার ল্যান্ড শিশু পার্কের ইজারা চুক্তিতে কোথাও কোন ব্যর্ত্যয় হলে তা বলার অনুরোধ জানান। মাননীয় মেয়র মহোদয়সহ উপস্থিত সম্মানিত কাউন্সিলরবৃন্দ সকলেই খালিশপুর ওয়ান্ডারল্যান্ড শিশু পার্কের ইজারার মেয়াদ নবায়ন ও সম্পাদিত চুক্তিপত্র অনুমোদন করার জন্য একমত পোষণ করেন।	বিস্তারিত আলোচনান্তে সর্বসম্মতিক্রমে খালিশপুর ওয়ান্ডার ল্যান্ড শিশু পার্কের ইজারার মেয়াদ নবায়ন ও সম্মাদিত চুক্তিপত্র অনুমোদন করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	রাজস্ব বিভাগ
৭। মহান স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীতে খুলনা সিটি কর্পোরেশনের প্রবেশদ্বারে **জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান** এঁর ম্যুরাল নির্মাণ কাজের ৯,২৬,০২৯/-(নয়লক্ষ ছাব্বিশ হাজার উনত্রিশ) টাকা ব্যয় অনুমোদন প্রসঙ্গে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ।	**জনাব লস্কার তাজুল ইসলাম,** প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (যুগ্মসচিব)মহান স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীতে খুলনা সিটি কর্পোরেশনের প্রবেশদ্বারে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এঁর ম্যুরাল নির্মাণ কাজের ৯,২৬,০২৯/-(নয়লক্ষ ছাব্বিশ হাজার উনত্রিশ) টাকা ব্যয় অনুমোদনের বিষয়টি সভায় উপস্থাপন করেন এবং তিনি একাজে যে প্রাক্কলন তৈরি করা হয়েছে তা অনুমোদনের অনুরোধ জানান। মাননীয় মেয়র মহোদয়সহ উপস্থিত সম্মানিত কাউন্সিলরবৃন্দ সকলেই জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ম্যুরাল নির্মাণ কাজে প্রাক্কলনকৃত ৯,২৬,০২৯/-টাকা ব্যয় অনুমোদনে একমত পোষণ করেন।	বিস্তারিত আলোচনান্তে সর্বসম্মতিক্রমে মহান স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীতে খুলনা সিটি কর্পোরেশনের প্রবেশদ্বারে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এঁর ম্যুরাল নির্মাণ কাজের ৯,২৬,০২৯/-(নয়লক্ষ ছাব্বিশ হাজার উনত্রিশ) টাকা ব্যয় অনুমোদনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	হিসাব বিভাগ

আলোচ্যসূচি	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন
৮। মহান স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষ্যে খুলনা সিটি কর্পোরেশনের বাহির গেটের পার্শ্বে সুবর্ণজয়ন্তী সৌধ (প্রস্ফুটিত ফুল) নির্মান কাজের ১০,২৯,৯৯৩/-(দশ লক্ষ উনত্রিশ হাজার নয়শত তিরানব্বই) টাকা ব্যয় অনুমোদন প্রসঙ্গে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ।	**জনাব লস্কার তাজুল ইসলাম,** প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (যুগ্মসচিব)মহান স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষ্যে খুলনা সিটি কর্পোরেশনের বাহির গেটের পার্শ্বে সুবর্ণজয়ন্তী সৌধ (প্রস্ফুটিত ফুল) নির্মান কাজের ১০,২৯,৯৯৩/-(দশ লক্ষ উনত্রিশ হাজার নয়শত তিরানব্বই) টাকা ব্যয় অনুমোদনের বিষয়টি উপস্থাপন করেন এবং তা অনুমোদনের জন্য অনুরোধ জানান। **মাননীয় মেয়র মহোদয়সহ** উপস্থিত সম্মানিত কাউন্সিলরবৃন্দ সকলেই বর্ণিত বিষয়ে ১০,২৯,৯৯৩/-(দশ লক্ষ উনত্রিশ হাজার নয়শত তিরানব্বই) টাকা ব্যয় অনুমোদনের জন্য একমত পোষণ করেন।	বিস্তারিত আলোচনান্তে সর্বসম্মতিক্রমে মহান স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষ্যে খুলনা সিটি কর্পোরেশনের বাহির গেটের পার্শ্বে সুবর্ণজয়ন্তী সৌধ (প্রস্ফুটিত ফুল) নঁকসা ও নমূনা অনুযায়ী নির্মাণ করার এবং উক্ত নির্মান কাজের ১০,২৯,৯৯৩/-(দশ লক্ষ উনত্রিশ হাজার নয়শত তিরানব্বই) টাকা ব্যয় অনুমোদনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	হিসাব বিভাগ
৯। বিবিধ-১	**মাননীয় মেয়র মহোদয় বলেন,** খুলনা সিটি কর্পোরেশনে চিঠি এসেছে এবং সরকারি ঘোষনা অনুযায়ী আগামি ০৫/০৩/২২খ্রিঃ তারিখ মহান স্বাধীনতার সূবর্ণ জয়ন্তী উদযাপন উপলক্ষ্যে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানে কর্মসূচি গ্রহণ করতে বলা হয়েছে। দেশের সকল সিটি কর্পোরেশনে ৫ মার্চ ২২খ্রিঃ তারিখে মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিচারণ, আলোচনা সভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজনের নির্দেশনা আছে। সেই অনুযায়ী বর্ণিত বিষয়ে ঐ দিন বিকাল ৫-০০ টায় কেসিসি'র পক্ষে শহীদ হাদিস পার্কে উল্লিখিত বিষয়ে আলোচনা সভা এবং মাগরিক বাদ সন্ধ্যায় মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজন করা হবে। কেসিসি'র সকল কর্মকর্তা-কর্মচারী ঐ অনুষ্ঠানে বাধ্যতামূলক উপস্থিত থাকার জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন।	বিস্তারিত আলোচনান্তে সর্বসম্মতিক্রমে ০৫/০৩/২০২২খ্রিঃ তারিখ বিকাল ৫-০০টায় মহান স্বাধীনতার সূবর্ণ জয়ন্তী উদযাপন উপলক্ষ্যে খুলনা সিটি কর্পোরেশনের পক্ষে শহীদ হাদিস পার্কে মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিচারণসহ আলোচনা সভা এবং ঐ দিন মাগরিব বাদ সন্ধ্যায় মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক শাখা

আলোচ্যসূচি	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন
বিবিধ-২	**জনাব কাজী তালাত হোসেন, সম্মানিত কাউন্সিলর, ওয়ার্ড নং-১০, কেসিসি** তার ওয়ার্ডে জন্ম নিবন্ধন সহকারী নাই। দৈনিক ৪০০/৫০০ জন্ম নিবন্ধন সনদ করে দিতে হয়। এ কাজে চাপ অনেক বেশি। তাই তার ওয়ার্ডে জন্ম নিবন্ধন সহকারী দেয়ার অনুরোধ জানান। **জনাব মোঃ শামসুজ্জামান মিয়া স্বপন, সম্মানিত কাউন্সিলর, ওয়ার্ড নং-২১,** আমাদের সকলেরই স্ক্যানার জরুরি প্রয়োজন মর্মে মেয়র মহোদয়কে অবহিত করেন। **জনাব এ্যাডঃ মেমরী সুফিয়া রহমান শুনু, মেয়র প্যানেলের সদস্য ও সম্মানিত কাউন্সিলর, সংরক্ষিত আসন নং-৫** বলেন, ইতোপূর্বে কেসিসি এলাকায় ইউনিসেফ জন্ম নিবন্ধন কার্যক্রম চালিয়েছেন। এ বিষয়ে তাদের সাথে কো-অপারেশন করার জন্য প্রশাসনিক কর্মকর্তাকে তিনি অনুরোধ জানান। **জনাব আশফাকুর রহমান (কাকন), সম্মানিত কাউন্সিলর, ওয়ার্ড নং-১৯,** মেয়র মহোদয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেন, গত সাধারণ সভায় তার ওয়ার্ডে একজন জন্ম নিবন্ধন সহকারী দেয়ার জন্য অনুমোদন দিয়েছিলেন। কিন্তু অদ্যাবধি তিনি তা পান নাই। তাই তার ওয়ার্ডে তিনি জন্ম নিবন্ধন সহকারী দেয়ার অনুরোধ জানান। তাছাড়া তিনি আরো বলেন, ওয়ার্ডে উন্নয়ন কাজের ৮০% শেষ হয়ে গেছে। এখন ওয়ার্ডে মাত্র ছোট ছোট ওলি-গলি রাস্তার কাজ বাকি আছে। **মাননীয় মেয়র মহোদয়** বলেন, একটি সংস্থার কাছে স্ক্যানার চাওয়া হয়েছে। সেগুলো পেলেই ওয়ার্ডে স্ক্যানার দেয়া হবে। যে সব ওয়ার্ডে জন্ম নিবন্ধন সহকারী নাই তাদের জন্য বিবেচনা করা হবে মর্মে সভাকে আশ্বস্ত করেন।	বিস্তারিত আলোচনান্তে সর্বসম্মতিক্রমে জন্ম নিবন্ধন কাজের স্বার্থে কম্পিউটারের স্ক্যানার প্রাপ্তি সাপেক্ষে ওয়ার্ডে তা সরবরাহ করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এছাড়া যে সব ওয়ার্ডে জন্ম নিবন্ধন সহকারী নাই তাদের জন্য লোক দেয়ার বিষয়ে পরবর্তীতে বিবেচনা করা হবে মর্মেও সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	বিদ্যুৎ শাখা
বিবিধ-৩	**জনাব শেখ হাফিজুর রহমান হাফিজ, সম্মানিত কাউন্সিলর, ওয়ার্ড নং-১৭,** ওয়ার্ডের উন্নয়ন কাজ করার জন্য এডিপি খাত হতে টাকা বরাদ্দ দেয়ার জন্য মেয়র মহোদয়কে অনুরোধ জানান। **মাননীয় মেয়র মহোদয়** বিভিন্ন বিষয়ে বিবেচনা বা চিন্তা ভাবনা করে এডিপি খাত হতে ওয়ার্ডের উন্নয়ন কাজের জন্য টাকা বরাদ্দ করবেন মর্মে সভাকে আশ্বস্ত করেন।	বিস্তারিত আলোচনান্তে সর্বসম্মতিক্রমে বিভিন্ন বিষয়ে বিবেচনা করে এডিবি খাত হতে ওয়ার্ডে উন্নয়ন কাজের টাকা বরাদ্দ করা হবে মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়।	পূর্ত ও হিসাব বিভাগ

অতঃপর সভায় আর কোন আলোচনা না থাকায় সভাপতি মহোদয় সরকারি বিভিন্ন দপ্তর থেকে আগত প্রতিনিধিবৃন্দ এবং সম্মানিত কাউন্সিলরবৃন্দসহ উপস্থিত সকলকে তিনি আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপনপূর্বক সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

স্মারক নং-কেসিসি/সেঃবিঃ/সাঃপ্রঃশাঃ/।।।-৩৬১(৫)/২২-৬২৮ তারিখ- ২১।৬।২২

অনুলিপি জ্ঞাতার্থে ও কার্যার্থে প্রেরণ করা হলোঃ

১। মেয়র প্যানেলের সদস্য/সম্মানিত কাউন্সিলর, ওয়ার্ড/সংরক্ষিত আসন নং-.............., খুলনা সিটি কর্পোরেশন।
২। সম্মানিত কাউন্সিলর, ওয়ার্ড/সংরক্ষিত আসন নং-............., খুলনা সিটি কর্পোরেশন।

২১/৬/২২

তালুকদার আব্দুল খালেক
মেয়র
খুলনা সিটি কর্পোরেশন।

স্মারক নং-কেসিসি/সেঃবিঃ/সাঃপ্রঃশাঃ/।।।-৩৬১(৫)/২২-৬২৮(৭) তারিখ-২১।৬।২২

অনুলিপি সদয় অবগতি এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হলোঃ

১। সিনিয়র সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২। ....
৩। প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, খুলনা সিটি কর্পোরেশন।
৪। বিভাগীয় প্রধান (সকল),খুলনা সিটি কর্পোরেশন।
৫। শাখা প্রধান (সকল),খুলনা সিটি কর্পোরেশন।
৬। সি.এ টু মেয়র, খুলনা সিটি কর্পোরেশন।
৭। সংশ্লিষ্ট নথি।

২১/৬/২২

তালুকদার আব্দুল খালেক
মেয়র
খুলনা সিটি কর্পোরেশন।